‘২০৩০ এর অঙ্গীকার, নারী-পুরুষের সমতার’

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৬

আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৮৫৭ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বস্ত্রকলের নারী শ্রমিকেরা সম-বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছিল। সেদিন মালিক শ্রেণী অমানবিক নির্যাতন চালিয়েও তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সেই দুঃসাহসী প্রতিবাদই আজ হয়ে উঠেছে নারী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। পরবর্তীতে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

এ বছর ‘২০৩০ এর অঙ্গীকার, নারী-পুরুষের সমতার’– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবং ‘২০৩০ এজেন্ডা’ বা এসডিজি’র ওপর আলোকপাত করে আমরা পালন করছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস। উল্লেখ্য, ‘এসডিজি’ হলো বিশ্বমানবতার সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ গৃহীত একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্বব্যাপী শান্তি, সমৃদ্ধি ও কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এবং নিশ্চিত করবে নারীর ক্ষমতায়ন।

ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১’-সহ জেন্ডারবান্ধব আইন প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

এতদসত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুযোগের সমতার অভাবে বাংলাদেশে নারীর পরিপূর্ণ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সামাজিক ক্ষেত্র, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো খুব কম। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়ায় নারীরা ধর্ষণ ও অ্যাসিড নিক্ষেপ-সহ প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। আইন ও শালিস কেন্দ্র-এর তথ্যানুযায়ী, ২০১৫ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ২২৪ জন নারী। একই সময়ে ৮৪৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৭০৭ জন। এছাড়া নারীদের একটি বড় অংশই সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, যার প্রভাবে এবং সচেতনতার অভাবে দেশের ৬৬ শতাংশই কন্যাশিশুই ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বাল্যবিয়ের শিকার হয়।

এ অবস্থায় ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীদের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ এবং উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে তাদেরকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সম-সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। প্রসঙ্গত, এসডিজি’র লক্ষ্য ৫ এ নারীদের সম-অধিকার এবং তাদের ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। তাই এই এজেন্ডা বাস্তবায়নে সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও সম-অধিকার এবং নেতৃত্ব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় শর্ত হলো: প্রথমত, অবিচল এবং অব্যাহত রাজনৈতিক অঙ্গীকার; দ্বিতীয়ত, নারী এবং কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো; এবং তৃতীয়ত, শক্তিশালী জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, যাতে নাগরিক সমাজের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে জাতি হিসেবে আমরা সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবো। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ সমতার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার হলো:

- স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবো;
- প্রত্যেক নারী যাতে নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি এবং তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবো;
- সম্পদ ও সম্পত্তিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করবো;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালী কাজের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করবো;
- মেয়েদের বিয়ের বয়স নূন্যতম ১৮ বছর বহাল রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন দ্রুত পাশ ও বাস্তবায়নে জনমত গড়ে তুলবো;
- বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও অ্যাসিড নিক্ষেপ-সহ নারীর প্রতি সকাল প্রকার নির্যাতন রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো;
- ‘কন্যাশিশু বোঝা নয়, বরং সম্পদ’ – এ বোধ থেকে কন্যাশিশুর সকল সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করবো; এবং
- নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১’ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্মিলিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

আসুন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের আওয়াজ হোক– ‘২০৩০ এর অঙ্গীকার, নারী-পুরুষের সমতার’।

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম
National Girl Child Advocacy Forum

Acid Survivors Foundation

প্রচারে : জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সহযোগিতায় : অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন